আগামী সপ্তাহের মধ্যেই কল্যাণীতে পাইপে গ্যাস

অঙ্কুর সেনগুপ্ত

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। সব ঠিক থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় এই প্রথম চালু হতে চলেছে পাইপবাহিত রান্নার গ্যাস পরিষেবা। আপাতত স্থির হয়েছে, কল্যাণী পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের একশোর মতো বাড়িতে পাইপে রান্নার গ্যাস যাবে এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে। সে জন্য আজ, রবিবার সেখানকার রেগুলেটিং স্টেশনে (যেখান থেকে গ্যাসের গতি ও চাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়) পরীক্ষামূলকভাবে গ্যাস চার্জ করা হবে। দিন দুয়েকের মধ্যে পাইপলাইন পরীক্ষার জন্য ২-৪টি বাড়িতে এক বার গ্যাস পাঠানো হবে। বড় সমস্যা না হলে ২০-২২ নভেম্বর নাগাদ বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু হবে বলে বেঙ্গল গ্যাস সূত্রের খবর। কলকাতা শহর ও সংলগ্ন এলাকায় পাইপে গ্যাস পৌঁছনোর দায়িত্বে রয়েছে তাদেরই হাতে। বর্তমানে এই পাইপে গ্যাসের দাম ঘনমিটারে ৫১ টাকা। নিয়মিত তা পর্যালোচনা হয়। গ্রাহক যতটা গ্যাস ব্যবহার করবেন, ততটার জন্যই তাঁকে দাম দিতে হবে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানে ইতিমধ্যেই সীমিত সংখ্যক বাড়িতে পাইপে গ্যাস পাঠায় ইন্ডিয়ান অয়েল ও আদানিদের যৌথ সংস্থা। নদিয়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার খুব সামান্য অঞ্চলে তা দেয় হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম। বেঙ্গল গ্যাসের তরফে বর্তমানে নিউটাউন, শ্রীরামপুর ও কসবার চারটি আবাসনে পরীক্ষামূলক ভাবে পাইপে গ্যাস যায়। তবে কল্যাণীতে চালু হলে সেটাই হবে কলকাতার শহরতলিতে প্রথম বাণিজ্যিক পরিষেবা। বেঙ্গল গ্যাসের সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায় বলেন, "কিছু প্রশাসনিক জটিলতায় গ্যাস পাঠাতে দেরি হয়েছে। এখন কল্যাণী পুরসভার বিবিধ ওয়ার্ডে কাজ চলছে। সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহেই শতাধিক বাড়িতে পরিষেবা দিতে পারব বলে আশা।"

১৯ নম্বর ওয়ার্ডে পরিষেবা শুরুর পরে ৯, ১১, ১২ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ৫০০ বাড়িতে মার্চের মধ্যে তা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে বেঙ্গল গ্যাসের। যে ১০০টি বাড়িতে প্রথমে পাইপে গ্যাস যাবে, তাদের অধিকাংশতেই মিটার বসানো হয়েছে। কল্যাণীর পরে সংলগ্ন গয়েশপুর পুর এলাকার ৫০০ বাড়িতেও এই পরিষেবা আগামী বছরের শুরুর দিকে চালু হতে পারে বলে আশা সংস্থার।

যদিও খাস কলকাতায় কবে বাড়িতে তা পৌঁছবে, তার উত্তর দিতে পারছে না বেঙ্গল গ্যাস। তাদের দাবি, রাস্তায় পাইপ বসানোর যে খরচ কলকাতা পুরসভা ধার্য করেছে, তা দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে সাকুল্যে ৪ কিমি-র মতো লাইন বসেছে যাদবপুর থানা থেকে অভিষিক্তা পর্যন্ত। তার উপরে এখনও কাঁচড়াপাড়া, খড়দহ-সহ একাধিক পুর এলাকায় পাইপ বসানোর ছাড়পত্র মেলেনি বলে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ থমকে। যেখানে ছাড়পত্র আছে, সেখানে কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। সংস্থা সূত্রে খবর, আপাতত কল্যাণী থেকে কলকাতার আগে পর্যন্ত পরিষেবা চালুতে জোর দেওয়া হচ্ছে। গঙ্গার অপর প্রান্তে হুগলির মগরা থেকে হাওড়া পর্যন্ত পাইপলাইন পাতা চলছে। ইতিমধ্যেই এই সব এলাকার ৫০০০-এর বেশি বাড়িতে গ্যাসের মিটার বসেছে। তাঁর আশা, এক-দেড় বছরে শহরের গ্যাস মানচিত্র অনেকটাই স্পষ্ট হবে।

সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের মতে, ২০১৯ সালে কলকাতা শহর ও শহরতলিতে গৃহস্থালি, শিল্প ও পরিবহণে ব্যবহারের জন্য পাইপে গ্যাস পৌঁছতে তৈরি করা হয়েছিল বেঙ্গল গ্যাস। করোনায় সব কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়। ২০২৩-এর মাঝামাঝি থেকে পুরোদমে ফের কাজ শুরু হয়। তার আড়াই বছরের মধ্যেই শহরতলিতে বাড়িতে রান্নার গ্যাস পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে, যা ইতিবাচক ঘটনা বটে।

গ্যাস মিলবে কী ভাবে

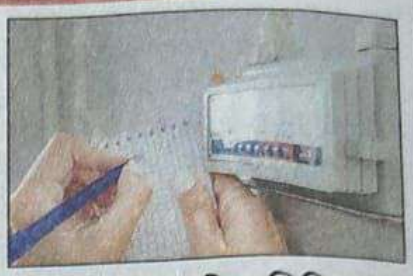

- এই গ্যাস পরিষেবা পেতে আবেদন করতে হবে অনলাইনে বা সংস্থার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে।
- 'স্বয়ং' অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন ও বিল জমা দেওয়া যাবে।
- প্রতি দু'মাসে একবার বিল আসবে।
- গ্রাহক নিজেই মিটারের ছবি তুলে অ্যাপে বা পোর্টালে আপলোড করলে বিল তৈরি হয়ে যাবে।
- নতুন সংযোগ নিতে প্রথমে মোট ৬৩০০ টাকা দিতে হবে। জিএসটি অতিরিক্ত।
- সংযোগ ছাড়লে ৬০০০ টাকা ফেরত মিলবে।
- এখন এই গ্যাসের দাম ঘন-মিটারে ৫১ টাকা। বিদ্যুতের মতো যতটা গ্যাস গ্রাহক খরচ করবেন, ততটার জন্যই দাম দিতে হবে।
- তবে এতে ভর্তুকি নেই।

এক নজরে

পাইপের গ্যাস

- মঙ্গলবার কল্যাণীর ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়িতে পরীক্ষামূলক ভাবে পাইপবাহিত রান্নার গ্যাস পাঠাল বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি। সংস্থার কর্তারা জানিয়েছেন, পরীক্ষা সফল হয়েছে। ফলে আগামী সপ্তাহে শতাধিক বাড়িতে এই পরিষেবা চালু হওয়া প্রায় নিশ্চিত। তা হবে বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে প্রথম।

বেড়েছে কর আদায়

কল্যাণীতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে রান্নার গ্যাস সরবরাহ শুরু নভেম্বরে

সংবাদদাতা, কল্যাণী: চলতি মাসেই কল্যাণীতে বাণিজ্যিকভাবে পাইপ লাইনের মাধ্যমে রান্নার গ্যাস (পিএনজি বা পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস) সরবরাহ শুরু হচ্ছে। রাজ্যে প্রথম কল্যাণী শহরেই শুরু হচ্ছে এই পরিষেবা। পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের রথতলা এলাকায় প্রায় ১০০টি বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে রান্নার গ্যাস পৌঁছে যাবে। এই বাড়িগুলিতে ইতিমধ্যে গ্যাসের মিটার বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জানা গিয়েছে, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে পরিষেবা চালু হয়ে গেলে কল্যাণী পুরসভার ৯, ১১, ১২ এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের আরও ৫০০ বাড়িতে পিএনজি সংযোগ দেওয়া হবে। সব ঠিকমতো চললে নদীয়ার অন্যান্য অংশে এবং আশপাশের জেলাগুলিতে শুরু হয়ে যাবে এই কাজ।

বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিসিএল) কেএমডিএ এলাকায় পাইপ লাইনে বাড়ি বাড়ি গ্যাস সরবরাহের প্রকল্প কল্যাণী থেকে শুরু করছে। 'গেইল' এবং রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন 'ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই

রাজ্যে প্রথম

কর্পোরেশন'-এর যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে বিজিসিএল। তারা অবশ্য নিউটাউনের দু'টি আবাসনে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করে আসছে। তবে রাস্তার ধারে মাটি খুঁড়ে পাইপ লাইন পেতে বাড়ি বাড়ি রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার কাজ কল্যাণীতেই প্রথম হতে চলেছে।

এর জন্য ইতিমধ্যে কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্কের চারপাশে প্রায় ২২ কিলোমিটার

অঞ্চলে মাঝারি ঘনত্বের পলি-ইথিলিন (এমডিপিই) পাইপ লাইন বসানো হয়েছে। পিএনজি সংযোগ পেতে গ্রাহকদের দিতে হবে ৬ হাজার ৩০০ টাকা। এর সঙ্গে যুক্ত হবে জিএসটি। গ্যাসের দাম পড়বে প্রতি ঘন মিটারে ৫১ টাকা। গ্যাসের খরচ অনলাইনে মেটানোর সুবিধাও পাবেন গ্রাহকরা। তবে কলকাতার বাসিন্দারা কবে থেকে এই পরিষেবা পাবেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়। বিজিসিএল-এর সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কল্যাণীতে সরাসরি পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হবে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে তার জন্যই কাজ চলছে। পরবর্তীতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কাজ শুরু হবে।' তাঁর দাবি, পরিষেবা চালু হয়ে গেলে বাড়ি বাড়ি জলের লাইনের মতোই মিলবে রান্নার গ্যাস। নিয়মিত সিলিন্ডার বুকিং বা ডেলিভারির ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবেন গ্রাহকরা। • *নিজস্ব চিত্র*

Five Kalyani houses first to get piped gas in state

Kaushik.Pradhan
@timesofindia.com

Kolkata: Piped natural gas reached the Kolkata Metropolitan Development Authority (KMDA) area last week, with Bengal Gas Company Limited commencing PNG supply to households in Kalyani.

The pipeline has to travel another 50 km to reach Baranagar, located on the northern fringes of Kolkata. This will enable the re-introduction of piped gas to homes in Kolkata after several decades. Greater Calcutta Gas Supply Corporation (GCGSC), the predecessor of Bengal Gas, used to supply piped gas to different parts of the city since the 1950s. It took over the operations of the Oriental Gas Company Ltd, which started providing gas to the city a century earlier in 1857. This gas was used to light street lights in Kolkata.

The Bengal Gas Company Limited (BGCL), a joint venture between GAIL and the state-owned GCGSC, started the supply of PNG to five homes in Kalyani. Among them, Paromita Biswas, a resident of Ward 19 in Kalyani Municipality, got the first connection, when the line to her home was activated last Tuesday. Biswas said, "PNG is very convenient to use. Also, now that the cylinder is out, I have got some empty space in my kitchen."

In Kolkata, BGCL started PNG supply to Uniworld and Rosedale complexes in New Town in Dec 2023 by carrying gas in cascade from Panagarh and then, flowing it into a pipeline infrastructure there to the kitchens. "But in Kalyani, we have laid a 6.3-km-long pipeline and started gas supply only through pipeline infrastructure. So, we can say the PNG supply has begun in a true sense. Our target is to supply PNG to 2,000 households in Kalyani in one year. We will also start PNG supply in Chandernagore, Debanandapur and Gayeshpur in three months, for which the pipeline work is in an advanced stage," BGCL CEO Anupam Mukherjee said.

The company has installed gas meters in 5,425 households' kitchens so far, of which 267 are in Kalyani. BGCL has installed gas meters in 385, 517, and 371 households' kitchens in Chandernagore, Debanandapur, and Gayeshpur. "We have also installed meters in several households' kitchens in Barasat, Barrackpore and New Barrackpore, but supplying gas there will take time as pipeline construction is underway," Mukherjee said.

POST-PAID CONNECTION

14.2 kg Domestic LPG gas equivalent to 17 cubic metres of PNG

- 14.2 kg Domestic LPG Cylinder Price in Greater Kolkata: ₹879
- Price of 17 cubic metres of PNG: ₹887
- Type of PNG connection: Post-paid
- Security Deposit: ₹6,354
- Download the 'Swang' app of BGCL on an Android mobile

The first PNG home in Kalyani's ward 19